

## এই দিন সেই দিন (৪)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান  
ইংল্যান্ড

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হজরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) কথামত উসমান (রাঃ) কুফার সালমান বিন রুবাইয়াকে আট হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হতে নির্দেশ দেন। আর্মেনিয়ার পথে সেনাপতি সালমান (রাঃ) তাঁর দল নিয়ে সিরিয়া বাহিনীর সাথে মিলিত হন। পারস্য ও গ্রীসের মধ্যবর্তী পার্বত্যঞ্চল আর্মেনিয়া চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির দৃষ্টিগোচরে ছিল। আর্মেনিয়ার স্বাধীনচেতা অধিবাসীদের কেউই বেশীদিন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। এ দেশ পারস্য ও গ্রীস কর্তৃক বহুবার অধিকৃত হয়েছে। হজরত ওমরের (রাঃ) মুসলিম বাহিনী যখন গ্রীকদের হাত থেকে অঞ্চলটি দখল করে, তখনও আর্মেনিয়ানগণ জানতো, এ অধীনতা সাময়িক। উসমানের (রাঃ) সময়ে তারা মদীনায় ট্যাক্স পাঠানো বন্ধ করে দিল। হিজরী পঁচিশ সনের শেষের দিকে সিরিয়া ও ইরাকের সম্মিলিত বিরাট সেনাবাহিনী আর্মেনিয়ার পর্বতমালা অতিক্রম করে তার আভ্যন্তরীণ মালভূমি এলাকায় এসে উপনীত হয়। ওমরের (রাঃ) মৃত্যুর পর মাত্র কিছুটা দিন আর্মেনিয়ানগণ শান্তিতে ছিল। আবার ‘আল্লাহু আকবর’ ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো পাহাড়ী অঞ্চল। স্বাধীনচেতা আর্মেনিয়ানগণ দেশমাতৃকার জন্যে অকাতরে জীবন দিতে পাহাড় বেয়ে নেমে আসলো। এক হাজার দিনের ক্ষুধার্ত সিংহের মত তাঁদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো মুসলিম সৈন্যগণ। লোমহর্ষক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আরবীয় তেজস্বী তলোয়ারের নীচে গলা পেতে দিল সহস্রাধিক তাজা প্রাণ। পাহাড়ের শ্রেতবর্ণের বর্ণারশি রঙ্গীন হলো আর্মেনিয়ানদের রক্তের স্রোতধারায়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা পূর্বাপেক্ষা দিগ্ধন হারে কর দেবার শর্তে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো। আর্মেনিয়া দখল করে মুসলিম সেনাবাহিনী সূদেশে ফিরে গেলেন না। তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ পুরোদমে চালিয়ে গেলেন। বিজয়ানন্দে উৎফুল্ল মুসলমানগণ অতি সহজেই আর্মেনিয়ার পশ্চিম দিকে তিফলিশ নগরী দখল করে কৃষ্ণ সাগর তীরে এসে পৌঁছিল। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে লেভান্ট শহর। এখানে গ্রীকদের সাথে তাদের তুমল যুদ্ধ হলো। মুসলিম সৈন্যদের গতিরোধ করার মত শক্তি সম্ভবত তখনকার পৃথিবীতে কারো ছিলনা। সুতরাং তারা এখানেও জয়ী হলেন। দেশের পর দেশের, যুগ যুগান্তরের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন কৃষ্টি ও সনাতন সভ্যতা ধ্বংস করে মুসলমানগণ আত্মতৃপ্তি বোধ করলো। কিন্তু কাস্পিয়ান থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি, আরব জাতির প্রতি রোষান্বিত হয়ে উঠলো। হজরত ওমরের আমলের দখলকৃত কিছু কিছু এলাকায় তাঁর জীবিত থাকা কালেই বিদ্রোহ চলছিল। তন্মধ্যে পারস্যের বিদ্রোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওমরের (রাঃ) যুগের পলাতক পারস্য সম্রাট ইয়ায্দ্গার্দ উসমানের (রাঃ) শাসনকালে মুসলমানদের হাত থেকে সূদেশ পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি নিলেন। অষ্টাশি বৎসর বয়স্কা ইয়ায্দ্গার্দকে সিংহ-রূপী মুসলমানদের সম্মুখ হতে মুষিক ছানার মত পালিয়ে খোরাসানে আশ্রয় নিতে হলো। খোরাসান ছিল পারস্যের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এলাকা। হজরত উসমান (রাঃ) ঘোষণা দিলেন, যে খোরাসানে আগে প্রবেশ করতে পারবে, সে ই হবে তথাকার শাসনকর্তা। সুতরাং মুসলিম বাহিনী এলাকাটি

দখল করে নিতে আর দেরী করলেন না। এ ছিল ছয়শত একান্ন খৃষ্টাব্দের ঘটনা। রাজ্য বিস্তারের সাথেসাথে কেন্দ্রীয় সাকারের হাতে যুদ্ধলব্ধ বাড়াতি সম্পদ ও আসতে থাকলো। কিন্তু এই লুটের সম্পদ দেশের উন্নয়ন বা সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে ব্যবহার হলোনা। ক্ষমতা ও সম্পদ দুটোই রইলো কোরায়েশদের হাতে। দিনদিন শাসক ও শোষকের মধ্যকার বৈষম্য বাড়তেই থাকলো। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় সৈন্যগণ ধ্বংস ও লুটের কাজে লিপ্ত রইলো আর এদিকে রাজ্যের অভ্যন্তরে শাসকগণ ভোগবিলাসী ফ্যান্টাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। সিরিয়ার গভর্নর মোয়াবিয়া (রাঃ) যখন হজরত উসমানকে (রাঃ) আর্মেনিয়া আক্রমণ করতে পরামর্শ দেন, প্রায় একই সময়ে মিশরের আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ (রাঃ) ত্রীপলি আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। আমার ইবনুল আ'সের (রাঃ) সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও দেশের আভ্যন্তরীণ গলযোগে তাঁকে অপেক্ষা করতে হলো অনেকদিন। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ (রাঃ) ৬৫২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ত্রীপলি আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেন এবং উসমানকে (রাঃ) সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ জানান। উসমান (রাঃ) মদীনা থেকে একদল বিশেষ যোদ্ধা ত্রীপলিভিমেখে পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী। এক পর্যায়ে রণভঙ্গ দিয়ে মুসলিম সৈন্যগণ যখন পশ্চাদ গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ঠিক তখনই মদীনা থেকে আগত তেজস্বী বীর কোরায়েশ যোদ্ধা হজরত জোবায়ের (রাঃ) আবদুল্লাহ্ বিন সা'দকে (রাঃ) একটি মূল্যবান পরামর্শ দিলেন। তিনি বল্লেন- মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ঘোষণা করা হউক, যে ব্যক্তি ত্রীপলির গভর্নর গ্রিগেরিয়াসের মাথা কেটে আনতে পারবে, তাঁকে এক লক্ষ সর্গ-মুদ্রা ও সেই সাথে গ্রিগেরিয়াসের সুন্দরী যুবতী কন্যা দান করা হবে। যেই ঘোষণা সেই কাজ। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রিগেরিয়াসের মাথাটা দ্বিখন্ডিত করে সেনা-শিবিরে হাজির করা হলো। সাথে বন্দিনী সেই অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণী গ্রিগেরিয়াসের বীর কন্যা, যিনি অস্ত্র হাতে সব সময় পিতার পাশে পাশে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন। এক লক্ষ সর্গ-মুদ্রা পুরুষ্কার বন্টনে মুসলিম সেনাপতির কোন অসুবিধা হয়নি, সমস্যাটা হলো সেই মেয়েকে নিয়ে। একটি মাত্র মেয়ের দিকে হা- করে তৃষ্ণার্থ চোখে তাকিয়ে আছে একপাল কাম ক্ষুধার্থ সৈন্য। মহিলা নিজেই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। ঐতিহাসিক মুয়রের মতে, গ্রিগেরিয়াসের বীর কন্যা, পরাধীনতার চেয়ে মৃত্যুকেই সেচ্ছায় বরণ করে নেন। কোন মুসলিম সৈন্যের শয্যা সজ্জিনী হওয়ার আগেই তিনি আত্মহত্যা করেন।

ত্রীপলি যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী, যে বিপুল ধন-রত্ন লাভ করেন, তা দেখে খলিফা উসমান (রাঃ) খুশিতে আত্মহারা হয়ে, বিজয়ী বীর-নেতা আবদুল্লাহ্ বিন সা'দকে (রাঃ) বীর-উত্তম উপাধীতে ভূষিত করেন। ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধে এত সম্পদ লাভ করা সম্ভব হয়নি। নিয়মানুযায়ী যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চাশ শতাংশ রাজস্ব খাতে জমা হওয়ার কথা। প্রফুল্লতায় বিভোর উসমান (রাঃ) এই বিপুল সম্পদের প্রায় সবটুকুই আবদুল্লাহ্ বিন সা'দকে ও তাঁর নিজস্ব মন্ত্রী মারওয়ানকে দিয়ে দেন। তবে এ ছাড়া খলিফার কোন উপায়ও ছিলনা। বাইতুলমাল শূন্য রাষ্ট্র-পরিচলনায় যখন উসমান (রাঃ) হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখন আর্মেনিয়া ও ত্রীপলি যুদ্ধই তাঁর ক্ষমতায় টিকে থাকার একমাত্র সহায় ছিল। তাই খলিফা নিজেই ত্রীপলির যুদ্ধ-পূর্বে আবদুল্লাহ্ বিন সা'দকে, যুদ্ধে জয়ী হলে এরূপ সম্পদ বন্টনের অঙ্গীকার করেছিলেন। বিষয়টা জনগণ প্রসন্ন-চিত্তে মেনে নিতে পারলোনা। উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ্ ও মারওয়ান এরা দু জনই ছিলেন উমাইয়া বংশীয় এবং হজরত উসমানের (রাঃ) আত্মীয়। ত্রীপলি জয় করে মুসলিম সৈন্যদল আলজিরিয়া

ও মরক্কো দখল করে নেয়। এবার মরক্কোর উত্তরে সমুদ্রের অপর পাড়ে ফুলে ফলে ভরা শস্য-শ্যামলা তরু-রাজী আচ্ছাদিত, লোভনীয় স্পেইন ভূমির ওপর তাদের দৃষ্টি পড়লো। সংবাদ পেয়ে খলিফা লোভ সামলাতে পারলেন না। তড়িঘড়ি করে মদীনা থেকে একদল সৈন্য সহ আব্দুল্লাহ্ বিন না'ফে বিন হাসিন ও আব্দুল্লাহ্ বিন না'ফে বিন আবদে কায়েস নামক দুইজন পরাক্রমশালী যোদ্ধাকে স্পেইন অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। কোরায়েশ মরু-দসুরা তখনো জল-দস্যুতার দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। তাই সমুদ্র-পাড়ে এসে তারা স্পেইন দখলের আশা আপাতত ত্যাগ করতে বাধ্য হলো।

আমরা ইতিপূর্বে মিশরের অসৎ চরিত্রের দুই শাসক আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) ও আবদুল্লাহ্ বিন সা'দের (রাঃ) পরিচয় পেয়েছি। এবার ইরাকের প্রাদেশিক রাজধানী ও মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারে, শক্তির অন্যতম উৎস-স্থল কুফা ও বসোরার দিকে একটু নজর দেয়া যাক। ইসলামের ইতিহাসের দুই বিশেষ ব্যক্তিত্ব হজরত হাসান বসরী (রাঃ), ও হজরত রাবেয়া বসরীর (রাঃ) জন্মস্থান এই বসোরা। মুক্ত-বুদ্ধি চর্চার মূ'তাজিলা মতবাদ ও এই বসোরা হতে উদ্ভূত। হজরত ওমরের (রাঃ) আমলে কুফার গভর্ণর ছিলেন হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। খলিফা ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে একটি মহৎ কাজ করে গেলেন। সরকারী সম্পদের অপচয়কারী, চরম অমিতব্যয়ী মাত্রাতিরিক্ত সুখ-সম্ভোগ বিলাসী সাহাবী হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) কুফার গভর্ণরপদ থেকে অপসারিত করে তাঁর স্থলে হজরত মুগীরা ইবনে শো'বাকে (রাঃ) নিযুক্ত করেন। কিন্তু অভাগা সাধারণ কুফাবাসীর দুর্গতি দূর হলোনা। হজরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) অত্যন্ত রুক্ষ-কঠোর ঔদ্ধত্য ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের ছিলেন। তাঁর বৈষম্যমূলক অশ্লীল আচরণ, ব্যক্তি কেন্দ্রীক চরিত্র ও জনগনের প্রতি চরম অবজ্ঞার খবর উসমানের (রাঃ) কানে পৌঁছিলে তিনি অতীষ্ট হয়ে মুগীরা ইবনে শো'বাকে (রাঃ) গভর্ণর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু জনগনকে হতাশ করে হজরত উসমান (রাঃ) আবার সেই সুখ-সম্ভোগ বিলাসী সাহাবী হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। হজরত সা'দ (রাঃ) পূর্বের চেয়ে ও অধিক বিলাসী হয়ে উঠলেন। শুধু তা-ই নয়, এবারে তিনি বাইতুল-মাল থেকে বিপুল পরিমানের সরকারী অর্থ আতুসাৎ করে বসলেন। তখন বাইতুল-মালের কোষাধক্ষ্য ছিলেন সাহাবী হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)। উল্লেখ্য বর্তমান কুফার গভর্ণর, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ইসলাম-পূর্ব মক্কায় ছিলেন, আকাবা ইবনে আবু মুইতের ছাগল রাখাল। বাইতুল-মালের অর্থ নিয়ে গভর্ণর ও কোষাধক্ষ্যের মধ্যে প্রবল মনোমালিন্য ও ঝগড়া হলো। একে অন্যের প্রতি গালাগালি, রূঢ় ব্যবহার এমন পর্যায়ে পৌঁছিল যে শেষ পর্যন্ত গভর্ণরের বিরুদ্ধে টাকা আতুসাৎ করার অভিযোগ, খলিফা উসমানের (রাঃ) দরবারে উপস্থাপিত করা হলো। বিচারে হজরত সা'দ (রাঃ) দোষী সাব্যস্ত হলেন। এবারে কুফার গভর্ণর পদে যিনি নিযুক্ত হলেন, তিনি হলেন খলিফা উসমানের (রাঃ) বৈপিত্রীয় ভাই, খ্যাতনামা বীর অলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ)। আগুন ধরে গেল কোরায়েশ-হাশিমী গোত্রের গায়ে। মদীনায়, মিশরে, কুফায় সর্বত্র সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদে শুধুই উমাইয়া বংশের লোক। যে হাশিমী বংশে মুহাম্মদের (দঃ) জন্ম, যাঁর জন্ম নাহলে ইসলাম জন্ম নিতোনা, সেই হাশিমী গোত্র এমন আশ্ফালন বরতদাশ্ত করবে কেন? তারা খলিফার বিরুদ্ধে কঠোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো।

চলবে-